উপসংহার

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উৎপল দত্ত বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল, ব্যতিক্রমী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। গণনাট্য সংঘে যোগ দান থেকে শুরু করে জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী নাট্যচর্চায় তাঁর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী থিয়েটার (Revolutionary) অভিযাত্রায়। তিনি সমাজে শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত গণমানুষের অধিকার ও যথাযথ মর্যাদা রক্ষার লড়াইকে নাট্যজীবনের শুরু থেকেই নাট্যসাধনার কেন্দ্রীভূত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ তথা সারাবিশ্বের গণমানুষের সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রাম, ন্যায্য অধিকার আদায়ের সমস্ত সংগ্রামী আন্দোলন তাঁর নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়। বঞ্চিত-শোষিত-লাঞ্ছিত গণনায়ক তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। আধুনিককালে নাটকের বিষয় চয়ন ও রূপরীতির ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের নাটক নতুন মাত্রা সংযোজনে সমর্থ। কেবলমাত্র নাট্যবিষয় নয়, নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রেও উৎপল দত্তের নাটকসমূহ বাংলা নাট্যজগতের নব দিক নির্দেশক। মার্কসীয় দর্শন ও সমাজতত্ত্ব তাঁর থিয়েটার চর্চায় প্রয়োগ করেন নিপুণ কৌশলে। হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা নাটককে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের নিরিখে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হন। মার্কসীয় তত্ত্বের নাট্যরূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত শুধুমাত্র বাংলা নাট্য জগতে নয় সমগ্র বিশ্বে বিশিষ্টতাজ্ঞাপক। নাট্যপ্রয়োগ, নাট্যনির্মাণ, নাট্যলক্ষ্য, নাট্যরূপ— সবদিক থেকেই উৎপল দত্ত এক নব যুগের দিশারী। তাঁর কালে তিনি একক ও অনন্য। বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বাংলা নাটকের গণজীবন মূল সংলগ্নতার বহমান ধারা নতুন মাত্রা লাভ করে, যার শুভ সূচনা চল্লিশের দশকে। উৎপল দত্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই নাট্যধারাকে আরও বেগবান ও কল্লোলিত করেন এবং এগিয়ে নিয়ে যান কয়েক যোজন দূরে।

পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের পুত্র উৎপল দত্তের সাহিত্য সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন। উচ্চবিত্ত, বনেদি পরিবারে বেড়ে ওঠা উৎপল দত্ত ছিলেন নিরন্তর পড়ুয়া মানুষ, বিপুল ও বিস্তারিত ছিল তাঁর অধ্যয়ন পরিধি। সেন্ট জেভিয়ার্সের রত্নগর্ভ গ্রন্থাগার তাঁর বিপুল পঠনপাঠনের সহায়ক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের রচনাগুলির সঙ্গে তাঁর ক্রমে পরিচয় ঘটতে থাকে ও তাদের ঐতিহাসিক কাহিনি ও সুচিন্তিত মতামত ব্যাখ্যা গভীরভাবে অন্তরাত্মায় অনুধাবন করেন। পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের রচনাগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় লাভ হতে থাকে। ওডেট্স, শেকসপিয়র, ব্রেখট্, গোর্কি-র মতো জগৎজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন কিংবদন্তি নাট্যকারগণের রচনায় তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হন। বাংলা

সাহিত্য এবং বিশ্ব সাহিত্য পাঠে উৎপল দত্তের গভীর আগ্রহ সম্পর্কে সৌমেন চট্টোপাধ্যায় 'উৎপল দত্ত জীবন কথায়' লিখেছেন—

> ''নাটক বা নাট্য সম্পর্কিত বইপত্র পড়াশোনাও ছিল প্রচুর। পিটার ব্রুক, স্তানিস্লাভস্কিদের বই ছাড়াও শেকসপিয়ার তো বটেই, পৃথিবীর যেখানকার যে নাটক সম্পর্কে বই পাওয়া যেত, সব সংগ্রহ করে পড়া তাঁর কাছে ছিল 'মাস্ট'।''[১]

উৎপল দত্তের পড়াশোনার ব্যাপ্তি যে কত বিস্তৃত ও ব্যাপক ছিল সেটা তাঁর নাট্য বিষয় নির্বাচনেই বোঝা যায়। গভীর অধ্যয়ন বিষয়েও উৎপল দত্তের মন্তব্য—

> ''কৈশোর থেকেই তাঁর নানা বিষয়ে পড়াশোনার ঝোঁক ছিল।''[২]

১৯৫০-খ্রিস্টাব্দের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উৎপল দত্তের নাট্য জগতে প্রবেশ। প্রাথমিক পর্যায়ে নাট্যাভিনয় ও নাট্য পরিচালনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেও নাটক লেখার কথা তিনি কখনও কল্পনা করেননি। কিন্তু নাটক প্রযোজনা করতে গিয়ে তিনি এক সমস্যার সম্মুখীন হলেন, যে নাটক তিনি প্রযোজনা করতে চাইলেন সে নাটক তিনি পাননি। বাধ্য হয়ে তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন। একে একে লিখলেন শতাধিক নাটক ও নাট্য দক্ষতায় হয়ে উঠলেন বাংলা নাট্য সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নাটককার। উৎপল দত্তের নাটককার হয়ে ওঠার কাহিনি শতবর্ষ আগে বাংলা সাহিত্যের মহাকবি ও নাটককার মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা পাঠকবর্গকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যিনি প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। মাইকেল মধুসূদন দত্তও নাটক লেখবার কথা কখনও ভাবেননি, কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছে এই 'রত্নাবলী' নাটক 'অলীক কুনাট্য' মনে হয়েছিল। বাংলা নাটক সম্পর্কে ও বাংলা নাট্যজগৎ সম্পর্কে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তিনি লিখেছিলেন—

> ''অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
> নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।''[৩]

মধুসূদন দত্ত বঙ্গের অলীক কুনাট্য দেখে ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে বাংলা নাটক লিখতে মনস্থির করেন এবং শর্মিষ্ঠা নাটক লেখেন। উৎপল দত্তের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উৎপল দত্ত পঞ্চাশ-ষাট দশকের রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থায় বিপ্লবের হুঙ্কারে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু প্রযোজনার জন্য যথোপযুক্ত নাটক খুঁজে তিনি পাননি। তিনি সমকালীন 'মৃদু প্রগতির ফিসফিসে'

সন্তুষ্ট হতে পারেননি ও তৃপ্ত হতে পারেননি। তিনি চাইছিলেন একজন সামরিক যোদ্ধার রণহুঙ্কারে নাট্য জগতে প্রবেশ করতে। তাঁর প্রয়োজনেই তিনি নাটক লিখতে মনস্থির করেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপল দত্ত যে ধরনের নাটক প্রযোজনা করতে চেয়েছিলেন, তা তিনি না পাওয়ায় নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছেন; তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতি শোভা সেন তাঁকে নাটক রচনায় উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করেন। নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর নাটককার হিসেবে অভিষেক হওয়ার উপলব্ধির কথা জানিয়ে লিখেছেন—

> ''প্রধানত শোভা সেনের নাছোড়বান্দা তাগিদে আমি মৌলিক নাটক লিখি— 'ছায়ানট। নাটক লেখা আমার কল্পিত ভবিষ্যৎ ছকে কোনওদিনই ছিল না। পথ-নাটিকা লিখতাম, কিন্তু মঞ্চের পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখার যোগ্যতা আমার আছে এমন চিন্তাও মাথায় আসেনি। এখনও আসে না। কিন্তু উর্দুতে বলে— মজবুরন। নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম, কেননা অনেক খুঁজে আমরা যে নাটক চাই তা পাইনি। কিছু চাষীর কান্না বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাপের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল তৎকালীন গণনাট্য। 'প্রগতিশীল নাটক' বলতে যা বোঝায় তা অন্য কোন দল করলে সাধুবাদ জানাতে কার্পণ্য করিনি। কিন্তু লিটল থিয়েটার চাইছিল মৃদু প্রগতির ফিসফাস নয়, টালমাটাল বিপ্লবের কর্কশ হুঙ্কার। 'ছায়ানট' আমার হাতেখড়ি মাত্র। ভবিষ্যতে বৈপ্লবিক কিছু লিখতে গেলে আগে সহজ কিছুতে হাত পাকানো উচিত— এরকম একটি আইডিয়া মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল শোভা এবং ঘড়ি ধরে কাজ আদায় করে নাটক সম্পূর্ণ করেছিল।''[৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলা নাট্য জগতে নাট্যকারগণ মৃত্তিকা সংলগ্ন গণমানসের কাছে পৌঁছানোর নিরন্তর প্রচেষ্টা করেছেন। বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, সলীল সেন, দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ নাটককারগণ নবদল জীবনবোধ, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তবের কাছাকাছি পৌঁছানোর প্রয়াস, সর্বোপরি গণচেতনার যে ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, সে ধারার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হলেন উৎপল দত্ত। জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে ডি. এল. রায় পর্যন্ত অনেক নাটককার সাম্রাজ্যবিরোধী নাটক লিখেছেন এবং মঞ্চস্থ করেছেন। কিন্তু তাদের নাটকের সামগ্রিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শুধুমাত্র রাজনীতি তাদের সমগ্র নাটকের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ছিল না। তাঁরা অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতিকে বিষয় হিসেবে নাট্যাঙ্গনে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁরা সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে সোজাসুজি নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে উপস্থিত না করে বিভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাতাবরণে তা উপস্থাপিত করার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু উৎপল দত্ত বাংলার নাট্যসাহিত্যের প্রথম নাটককার যিনি রাজনৈতিক ঘটনাকে সরাসরি নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। আর দশটা নাটকের সঙ্গে কিছু নিখাদ

রাজনৈতিক নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এখানেই পূর্বসূরিদের থেকে উৎপল দত্ত একেবারেই স্বতন্ত্র ও একক। উৎপল দত্তের কাছে নাটক অবসর বিনোদন বা শখের বিষয় ছিল না, তিনি বিশ্বাস করতেন— নাটক মানে সংগ্রাম, নাটক সংগ্রামের হাতিয়ার। তাঁর নাটক রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনার প্রত্যেকটা অঙ্গনে রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের আভাস পরিলক্ষিত হয়। উৎপল দত্ত তাঁর 'Towards a Revolutionary Theatre' গ্রন্থে বলেছেন—

> "From the very begening of my theatre work, we have tried to put revolution in a historical perspective।"[৫]

উৎপল দত্ত সেই নাটককার যিনি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেকে জড়িয়েছেন, প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের দাবিতে বিভিন্ন প্রয়োজনে পথনাটক রচনা করেছেন, অভিনয় করেছেন ঘাটে-মাঠে-বাজারে, তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তৃতাও উপস্থাপন করেছেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বিশাল প্রেক্ষাপটে নিজেকে জড়িয়ে তিনি তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক নাটক রচনা ও প্রযোজনা করেছেন। আপাদমস্তক তাঁর মনীষা রাজনৈতিক নাটক রচনায় ও প্রযোজনায় সম্পৃক্ত ছিল। তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা আমরা শুনতে পাই—

> "যেদিন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমি আর যুক্ত থাকতে পারব না সেদিন থেকে আমার শিল্পসত্তারও মৃত্যু ঘটবে।"[৬]

উৎপল দত্ত যে রাজনৈতিক আদর্শ লালন-পালন ও বহন করে গেছেন আজীবন নাট্যরচনায় ও নাট্যপ্রযোজনায় প্রয়োগের মাধ্যমে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা মার্কসবাদী রাজনৈতিক আদর্শ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই আদৃত ছিল মার্কসবাদী চিন্তা চেতনায় ও ভাবনায়। সেই মার্কসবাদী চিন্তাভাবনাকে থিয়েটারে সফলভাবে প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন দক্ষতার সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়ার সময় বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলন ও তাদের গতিপ্রকৃতি কিশোর উৎপল দত্তকে চমকিত করে। মার্কসবাদীদের কার্যকলাপ ও আদর্শ তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন—

> স্কুলে থাকতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাল ফৌজের মহান 'প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমণের কাহিনী পড়ে চমকিত হতাম। স্তালিনের সহজ ও তীক্ষ্ণ ভাষায় লেখা প্যামফ্লেট ও বই তখন থেকে পড়েছি।"[৭]

স্কুলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি একটা বিশেষ আগ্রহ ও ভালোলাগা থেকেই উৎপল দত্ত স্কুল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কসবাদ সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নে ব্রতী হন—

"স্কুল শেষ হতে না হতে লেনিন, মার্কস, এঙ্গেল্‌স— এমনকি হেগেল, ফয়েরবাখ, কান্টে প্রমোশন নিয়েছি।"[৮]

মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহ ও মার্কসবাদকে অন্তরাত্মায় সম্পৃক্ত করে তিনি তা বহন করেছিলেন আজীবন। মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারাকে তিনি থিয়েটারে সফলভাবে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনায় অটল বিশ্বাসে কখনও বিচ্যুতি ঘটলেও তা তিনি অতি দ্রুততার সঙ্গে সংশোধন করে চেতনায় বহন করেছেন আজীবন এবং সেই আদর্শ থেকে কখনোই বিচলিত ও পথভ্রষ্ট হননি। তাঁর সমসাময়িক বিভিন্ন নিকট বা দূরাতীতের রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা করেছেন, তা অবশ্যই মার্কসবাদী চিন্তাধারার আলোকে। তাঁর নাট্যদলের উপরে শাসকবর্গের বর্বর, অকথ্য অত্যাচার ও আক্রমণ নেমে এসেছে, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে নানারকম পাশবিক অত্যাচার ও হেনস্থা এমনকি হাজতবাসকে সঙ্গী করেছেন, তবুও তাঁর আদর্শ থেকে পিছুপা হননি। রাজনৈতিক ভাবনা ও চিন্তা-চেতনার জগৎ থেকে কখনোই তাঁর বিচ্যুতি ঘটেনি শত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও। সমসাময়িক রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনাবলি তাঁর নাট্যাঙ্গনে নিয়ে আসার জন্য শাসকশ্রেণির দ্বারা ও বিরোধী শত্রুর দ্বারা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হয়েছেন তবুও কখনও ভীত হননি। শ্রেণিশত্রুর মুখোশ উদ্‌ঘাটন করতে ও শত্রুর স্বরূপ উন্মোচন করতে সদাসর্বদা তিনি মার্কসবাদী আদর্শে নাট্যরচনায় ব্রতী ছিলেন।

উৎপল দত্তের বিষয়ভাবনার পাশাপাশি নাটকের আঙ্গিকের প্রতিও সদাসর্বদা তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছিলেন নাটকের আঙ্গিকেও মার্কসবাদী চিন্তায় আবদ্ধ করে উপস্থাপনা করার প্রয়াস সদাসর্বদা পরিলক্ষিত। তিনি সব সময় এই ধারণা পোষণ করতেন— নাটকের বিষয়বস্তু হবে আন্তর্জাতিক মানের এবং অবশ্যই তা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সেই সঙ্গে নাটকের আঙ্গিক হবে সম্পূর্ণ দেশীয় ও জাতীয় পটভূমিকায় নির্মিত। মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার ধারার সঙ্গে সদাসর্বদা সামঞ্জস্য রেখে নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সদা তৎপরতা লক্ষণীয়। বেট্রোল্ড ব্রেখ্‌ট-এর মতো উৎপল দত্তও বিপ্লবের চারণ। ব্রেটোল্ড ব্রেখ্‌ট তাঁর যুগের বিভিন্ন সংগ্রাম ও বিদ্রোহ আন্দোলনের আগুনকে অতীত দিনের সমস্ত বৈপ্লবিক ঘটনাবলি তাঁর চোখ এড়ায়নি। সমস্ত বিপ্লব আন্দোলন সংগ্রামকে তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন ও সংগ্রামী গণমানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করার বার্তা দিয়েছেন। উৎপল দত্তের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে লোক ও মানুষে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় সদাসর্বদা তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত। মার্কসীয় ভাবনায় উদ্দীপিত ও জারিত থিয়েটারওয়ালা নাট্যকার উৎপল দত্তের মার্কসবাদী ভাবনার নিরিখে তাঁর সদর্প ঘোষণা—

"I am partisan, not reutral, and I believe in political stuggle the day I cease to participate in political struggle, I shall be dead as an artist too।"[৯]

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অর্থাৎ মার্কসীয় ডায়ালেকটিস এ বিশ্বাসী হয়ে উৎপল দত্ত সমাজের বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে নাটকের মধ্য দিয়ে পাঠক ও দর্শকবর্গের কাছে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা সর্বদা। তিনি নাটকের মধ্য দিয়ে সমাজের নির্যাতিত, শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন। বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন আন্দোলন তাঁর চিন্তা-চেতনাকে আরও স্বচ্ছ ও দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর কাছে নাটক কখনোই বিনোদন নয়, ছিল আদর্শ শৃঙ্খলা ও প্রত্যয়ের বিষয়। নাটক মানেই সংগ্রাম— এ তথ্যে বিশ্বাসী। তাই নাটক রচনা, পরিচালনা ও প্রযোজনার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রত্যয় পরিলক্ষিত। নাটক হবে সর্বদা রাজনৈতিক নাটক ও গণমানুষের সৌজন্যে। সর্বদা তিনি বাংলার রাজনৈতিক নাটকের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে প্রচলিত ধারণার বিপরীত ধারণা পোষণ করতে পছন্দ করতেন। তিনি মনে করেন, বাংলার রাজনৈতিক নাটক শতবর্ষ ধরে লালিত ও বাংলার রাজনৈতিক নাট্যশালা কার্যকরভাবে উপস্থিত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে আমাদের দেশের নাটকে দর্শকরা নাট্যশিল্পের সঙ্গে অনেকবেশি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং মানসিকভাবেও আগ্রহী। আমাদের দেশে রাজনৈতিক নাটক দেখে দর্শকের মধ্যে সৃষ্ট যে মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় তা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে পরিলক্ষিত হয় না। থিয়েটারকে বিপ্লবীর থিয়েটারের পর্যায়ে উন্নত হতে গেলে উৎপল দত্ত মনে করেন—

"আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, সর্বত্র রয়েছে বৈপরীত্যের সহ-অবস্থান এবং সংঘর্ষ। এই বিপরীত ধারা সবসময়ে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত— থিসিস অ্যান্ড অ্যান্টি থিসিস। এটা বুঝতে না পারলে আমরা সমাজের কন্ট্রাডিকশনগুলোকে আমাদের দ্বন্দ্বগুলোকে সঠিকভাবে দর্শকের সামনে উপস্থিত করতে পারছি না। সেইটাই হচ্ছে বিপ্লবী নাট্যশালার, বিপ্লবী থিয়েটারের প্রধান কাজ।"[১০]

উৎপল দত্ত আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছেন, ভারতবর্ষের সংগ্রামী ঐতিহ্য থেকে ভারতবাসী সদাসর্বদা বঞ্চিত। ভারতীয় গণমানুষের প্রতিপক্ষকে সদাসর্বদা মিথ্যা প্রচারে ব্যতিব্যস্ত রেখে তাদের সংগ্রাম ও ঐতিহ্যটাকে বিস্মৃত করার প্রচেষ্টায় তৎপর। প্রতিপক্ষের এ ধরনের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জন্য শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ঐতিহ্যের অধ্যায়গুলোকে তুলে আনতে হবে যেগুলো তার প্রতিপক্ষরা মিথ্যা প্রচারে মুছে ফেলার প্রচেষ্টায় রত। ভারতবর্ষের মানুষ দুর্বল, ভীরু-কাপুরুষ এই মিথ্যাটাকে ভেঙে ফেলতে হবে। শত্রুদের কৌশলের মোকাবিলার জন্য নিজেদেরও বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে বলে উৎপল দত্ত ধারণা পোষণ করতেন।

প্রতিপক্ষরা বা শ্রেণিশত্রুরা সদাসর্বদাই এই প্রচার করতে চেয়েছেন যে, ভারতবর্ষের মানুষের পিছনে কোনো উল্লেখযোগ্য সংগ্রামী ঐতিহ্য নেই। এই মিথ্যার বিরুদ্ধে গণমানুষের প্রতিরোধ ও সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে বলে তিনি মনে করেন। শাসক-শোষকেরা যেভাবে অত্যাচারের রথচক্র দিয়ে অবদমিত করতে চেয়েছেন তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। উৎপল দত্ত বিশ্বাস করেন, এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে গণমানুষ উপযুক্ত মোকাবিলা করতে পারলে একদিন রাজনৈতিক নাটক বিপ্লবী নাটকে উন্নীত হতে পারবে। তিনি বলেছেন—

> "The political theatre must not only deal with day to day political issue, but must also transcend it to create proletarian myths of revolution. Only tehn would it fulfil its task as Revolutionary Theatre।"[১১]

সাম্যবাদে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত মানুষকে শ্রেণি অবস্থানের নিরিখে দেখেছেন। তিনি সর্বদা মেহনতি মানুষ, সাধারণ মানুষ তথা গণমানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন, সেই গণমানুষ, সেই অতি সাধারণ মানুষ নাটকে কী দেখতে চায় সে প্রসঙ্গে তাঁর সজাগ দৃষ্টি পরিলক্ষিত। দেশ-কাল-ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তাঁর নাটকে মানুষ এসেছে তার সংগ্রামী চেতনার পরিচয় ও কর্মের পরিচয়ে। পৃথিবীর সকল গণমূল সংলগ্ন মানুষ তথা সংগ্রামী মানুষ, সকল বিপ্লবী তাঁর নিকট-আত্মীয় বলে তিনি মনে করতেন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন শ্রমজীবী সংগ্রামী মানুষরা তাঁর চেতনায় নিকট-আত্মীয়। এই সংগ্রামী শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য ধারাকে লোকমানুষে প্রতিষ্ঠিত করার অদম্য প্রয়াস ধ্বনিত হয় উৎপল দত্তের কণ্ঠে। সেই প্রচেষ্টার জন্য তিনি সদাসর্বদা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন ভৌগোলিক সীমাকে, সময়ের সীমানাকে। দেশ থেকে দেশান্তরে অক্লান্ত পরিভ্রমণ করে তিনি নাট্যাঙ্গনে তুলে এনেছেন সংগ্রামশীল বিভিন্ন মানুষের ইতিকথা ও তাদের সংগ্রামের ঐতিহ্য। তাঁর নাটকে গণমানুষই নায়ক, তারাই তাঁর নাটকের নিয়ন্ত্রক। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত—

> "পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে রীতিতে নাটক সৃষ্টি হয়ে এসেছে তাকে বজায় রেখেই নতুনকে গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ মানুষ নাটকে আসবে নয়া-ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে।... সমাজ একটা যুদ্ধক্ষেত্র, নয়া যোদ্ধৃবৃন্দকে তুলে ধরুন, আপসে সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে উঠবে।"[১২]

জনতার কাছে রাজনীতি পৌঁছে দেওয়া উৎপল দত্তের প্রধান ও অন্যতম উদ্দেশ্য। নাট্যকর্মীদের এটাই একমাত্র ও প্রধান কাজ হওয়া উচিত বলে তিনি ধারণা পোষণ করতেন এবং সে রাজনীতি অতি অবশ্যই কৃষক-শ্রমিকের রাজনীতি। শ্রমজীবী মানুষের লড়াই সংগ্রামের কথা সে ব্যর্থতা হোক বা সাফল্য, ভীরুতা বা কাপুরুষতা সবকিছুই সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

রাজনৈতিক নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য— সমাজের ঘটনাপ্রবাহ ও সেই ঘটনার অভ্যন্তরীণ সত্য, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে অতি সূক্ষ্ম ও সচেতনভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরা। রাজনৈতিক নাটক, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণির অবস্থান, কৃত্রিম দেশপ্রেম, লোক দেখানো দেশসেবা প্রভৃতি জনতার সামনে উন্মোচিত করতে পারে। রাজনৈতিক নাটকই ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহের আসল চিত্র তুলে ধরতে পারে জনতার দরবারে। বিপ্লবই একমাত্র শ্রমিক-কৃষক তথা সংগ্রামী মানুষকে তার নিজস্ব পরিচয়হীনতা থেকে মুক্ত করতে পারে। তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে বৈপ্লবিক নাটক নির্মাণে সদাসচেষ্ট থেকেছেন—

> "বিপ্লবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। শ্রমিক কৃষককে পুঁজিপতিরা করে রাখে ব্যক্তিত্বহীন, গোষ্ঠীবদ্ধ উৎপাদনী যন্ত্রমাত্র, তারা আধখানা হয়ে আছে। বিপ্লব তাকে এই পরিচয়হীনতা থেকে মুক্তি দেয়।"[১৩]

উৎপল দত্তের নাটকের বিষয়ের নানা বৈচিত্র্য থাকলেও তাঁর নাটকের স্থান-কাল বিভিন্ন হলেও তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কখনও একবিন্দুও বিচ্যুত হননি। শুধুমাত্র কয়েকটি রাজনৈতিক নাটক লিখে তিনি ক্ষান্ত হননি তাঁর আদ্যোপান্ত সমস্ত নাটকই রাজনৈতিক ভাবধারার নাটক। এখানেই অন্যান্য নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। বিপ্লবী থিয়েটারের অভিযাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন আজীবন।

উৎপল দত্তের সুচিন্তিত অভিমত, নিজ পাঠাগারে বসে কখনও রাজনৈতিক নাটক লেখা যায় না বাস্তবে যা অনবরত ঘটে চলেছে শুধুমাত্র সেটাকে নাটকে দেখাবার বিষয় নয়, বরং যা ঘটবে বা যা ঘটার কথা বা যা ঘটা উচিত তা দেখানোই একজন প্রকৃত নাটককারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তথ্য বিকৃতি নয় বরং সব সত্য তথ্য যথাযথ উপস্থিত করা একজন রাজনৈতিক নাটককারের প্রধান কাজ। নাটককার সরেজমিনে তদন্ত করে ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজনৈতিক নাটক রচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত। তাঁর 'রাজনৈতিক নাটক একটি কলহ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> "সত্যটা তথ্যের চেয়ে অনেক বড়। সত্য ইতিহাসের অংশ। এবং যেহেতু মেহনতী মানুষ হচ্ছে ইতিহাসের উদীয়মান শক্তি, তাই তার সত্যটাই সত্য। ... গোর্কি ও ব্রেখট্ দুজনেই বলে গেছেন— যা ঘটছে সেটাই দেখাব না। যা ভবিষ্যতে ঘটবে, যা ঘটা উচিত তাও আমরা দেখাব। সন্ত্রাসের সময়ে কৃষক পড়ে মার খাচ্ছিল শুধু সেটাই সত্য, আর অদূর ভবিষ্যতে সে যে বিদ্রোহ করবে এই অনিবার্য ইতিহাসটা সত্য নয়? শুধু যা দেখছ তাই দেখাও— এটা বুর্জোয়া বাস্তবতার দাবি।"[১৪]

উৎপল দত্ত বাংলা নাট্যজগতে ব্রেখ্ট ও পিসকাটারের সঙ্গে তুলনীয়। নাট্যকার হিসেবে

ব্রেখ্টের মতো তথ্য আদর্শ নিষ্ঠাবান একজন নাটককার, আবার পরিচালক হিসেবে পিস্কাটারের মতো দুর্ধর্ষ পরিচালক ও প্রযোজক ছিলেন। সেই সঙ্গে বাংলা নাট্যজগতে এক অতুলনীয় মহাপরাক্রান্ত অভিনেতা ছিলেন উৎপল দত্ত। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সদাসর্বদা যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন উৎপল দত্ত, তাঁর শিল্পকর্মের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে বামপন্থী আদর্শ ও চিন্তা-চেতনা বিরাজমান। উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী নাট্যকার, যিনি বাংলা নাটক ও থিয়েটারে মার্কসীয় ভাবনা, মার্কসীয় আদর্শে নাট্যরূপায়ণে বিশেষ সাফল্য ও অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পরিচালক অভিনেতা হিসেবে তাঁর দক্ষতা ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। তিনি তাঁর থিয়েটার নিয়ে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে, সমাজের নীচু স্তরের মানুষ, যারা শাসক শোষক শ্রেণি দ্বারা সদাসর্বদা শোষিত, অবহেলিত তাদের আবেগের কাছে। থিয়েটারের মাধ্যমে সমাজের শ্রমজীবী শোষিত, বঞ্চিত মানুষের আবেগের বিস্ফোরণ ঘটাতে চেয়েছেন উৎপল দত্ত এবং সেই অদম্য আবেগ সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন সমাজ পুনর্গঠনে। শাসক-শোষকের নাগপাশ থেকে ভাঙাচোরা জীর্ণ সমাজকে মুক্তি দিয়ে নতুন সমাজ গঠনের দায়বোধ থেকে নাটককার তথা থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্তের জন্ম।

ব্রেখ্ট যেমন ছিলেন বিপ্লবের চারণ তেমনি উৎপল দত্তও। ব্রেখট্ তাঁর যুগে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম, বিদ্রোহ এমনকি অতীত দিনের ঘটনাপ্রবাহ কোনোকিছুই তাঁর চোখ এড়ায়নি, সমস্ত বিপ্লব বিদ্রোহকে তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংগ্রামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করার বার্তা প্রদানে অনড় ছিলেন। একইরকমভাবে উৎপল দত্তও সংগ্রামী মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধের নিরন্তর ধারাকে লোকমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় এবং ইতিহাস থেকে বিদ্রোহের কাহিনি বেছে নিয়ে থিয়েটার ও নাটক লেখার প্রয়াস উৎপল দত্তের প্রধান নাট্যদর্শ হিসেবে বিবেচিত। ব্রেখ্টের মতো উৎপল দত্তও একজন বিপ্লবী নাট্যকার আর আদর্শগতভাবে বিপ্লবী নাট্যকার কখনও নিরপেক্ষ হতে পারেন না। উৎপল দত্ত নিজেকে প্রোপাগান্ডিস্ট বলে সর্বদা আখ্যায়িত করতেন। ব্রেখ্টের মতো প্রতিটি মুহূর্তে থিয়েটার ভাবনায় প্রতিটা ক্ষেত্রে শ্রেণিসংগ্রামের প্রচারক ছিলেন। থিয়েটারকে ব্রেখ্ট সমাজ পরিবর্তনের রণক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন, আর উৎপল দত্ত সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার রূপে। মার্কসীয় আদর্শে আদ্যোপান্ত সম্পৃক্ত ব্রেখ্ট বিশ্বাস করেন—

> "Witout Marxist knowledge and socialist outlook, it is impossible today to understand reality or to use one's understanding to change it."[১৫]

মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও জারিত উৎপল দত্ত সদাসর্বদা একথা বিশ্বাস করতেন এবং

থিয়েটারের মাধ্যমে তিনি শোষিত লাঞ্ছিত শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন।

ইতিহাস পাঠে উৎপল দত্ত বিশেষভাবে আসক্ত ছিলেন। তাঁর ইতিহাস বীক্ষার মূলে আছে শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি মনে করতেন বিশ্বের সব দেশের মতো ভারতবর্ষের ইতিহাস ও শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস, অনবরত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে শাসকের যে অত্যাচার ও শোষণ তার বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের প্রতিরোধের ইতিহাস। তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষের মানুষকে তাদের প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জানাতে হবে। শোষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে তাদের সংগ্রামের ঐতিহ্য। পাঠকবর্গের কাছে উৎপল দত্ত সুচতুরভাবে বিভিন্ন কৌশলে ইতিহাসের আসল সত্যকে এবং ইতিহাসের ভিতরকার সত্য ইতিহাসকে তাঁর নাটক ও থিয়েটারের মাধ্যমে তুলে ধরার নিরন্তর প্রচেষ্টারত। তিনি তাঁর নাটকে সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার মর্মমূলে প্রবেশ করে আসল সত্যকে তুলে আনার এবং তা দর্শকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। ইতিহাসের নানান উত্থান-পতন এবং সমকালীন সংকটে অন্ধের মতো না থেকে সত্যানুসন্ধানেই নিজেকে নিয়োজিত করেছেন জীবনের অন্তিমপর্ব পর্যন্ত। তিনি ইতিহাসকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন নতুন তাৎপর্যে উপস্থাপন করার প্রয়াসে সর্বদা সচেতন থেকেছেন। ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত 'বিদ্রোহের নাটক' প্রবন্ধে বলেছেন—

> ''ইতিহাস চেতনা ব্যতীত সমকালকে বোঝার চেষ্টা করাই বাতুলতা। আজকের সংগ্রাম দীর্ঘ এক ঐতিহ্যের পরিণত রূপমাত্র। এই উপলব্ধি এলে তবে ঐতিহাসিক নাটকের গুরুত্ব বোঝা যায়। নইলে আজকের লড়াইটা হয়ে যায় ছিন্নমূল, বা শত্রুর প্রচার অনুযায়ী বিদেশ থেকে আমদানি করা একটা ষড়যন্ত্র মাত্র। গণবিদ্রোহ যে ভারতের মানুষের মজ্জার মধ্যে মিশে আছে, ইতিহাস ঘেঁটে তার সব নজির আমাদের খুঁজে বার করে রূপায়িত করা উচিত ছিল।''[১৬]

মানুষে মানুষে ব্যবধান ও বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান উৎপল দত্তের ইতিহাস জ্ঞান ও বৈপ্লবিক চেতনাকে সুতীক্ষ্ণ করেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রাম ঐতিহাসিক বিবর্তন, সেই সঙ্গে সামাজিক পথ পরিবর্তন উৎপল দত্ত সুনিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও বিচার বিশ্লেষণ করেছেন ও তাঁর শিল্পকর্মে স্থান দিয়েছেন। শ্রেণিসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়কে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে। জাতীয় ইতিহাসকে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা নাটকগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তার সিংহভাগ জুড়ে আছে জাতীয় সংগ্রাম বা সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম— 'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল', 'মহাবিদ্রোহ', 'তিতুমীর' প্রভৃতি। সশস্ত্র বিপ্লবের বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায় ও প্রেক্ষাপটকে উৎপল দত্ত অতি দক্ষতার সঙ্গে সুনিপুণভাবে উজ্জ্বল করে তুলেছেন তাঁর রচনায় ও প্রযোজনায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

SJIF Approved Impact Factor : 7.309

Vol. 9th Issue 20th, May, 2022

সম্পাদক

আশিস রায়

কার্যকরী সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Scanned by TapScanner

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হার কাব্যগ্রন্থ 'প্রত্যয়'ঃ একটি আদ্যন্ত অনুভব
রামকৃষ্ণ ঘোষ ৭০৮

বাংলা সমালোচনা সাহিত্য বিকাশে তিন প্রতিবেশী রাজ্য :
অসম, ঝাড়খণ্ড ও ত্রিপুরা
অনির্বাণ সাহু ৭১৬

রাভা জনজাতি : উৎস ও পরিচয় সংক্রান্ত মতবাদসমূহ
শঙ্করী অধিকারী চন্দ্র ৭২৬

নবদ্বীপের কাঁসা শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা
সুমিত কুমার মণ্ডল ৭৩৪

ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাস
প্রভাস চন্দ্র দেহুরী ৭৪০

মানভূমের ভাষা আন্দোলনে লোকসেবক সংঘের অবদান
পূর্ণচন্দ্র মহাপাত্র ৭৫০

ব্রাত্যজনের গল্পকার হরিশংকর জলদাস
তরুণকান্তি মন্ডল ৭৫৯

মার্কসবাদী 'প্রোপাগাণ্ডিস্ট' উৎপল দত্ত
কমলেশ মণ্ডল ৭৬৩

সুব্রতা ঘোষ রায়ের কবিতা ঃ 'জল যেন কবিতা' স্বগতোক্তির বহিঃপ্রকাশ
দেবাশিস ঘোষ ৭৭২

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ অনন্য মনীষা, শিক্ষাদান ও বিজ্ঞান সাধনা
মনোজ কুমার পাত্র ৭৮১

Women In Nineteenth Century Bengal: An Analysis Through The Prism of The Kartabhaja Sect
Chanchal Chowdhury ৭৯২

Discussion on Some Aspects of Tribal Migration and Their Engagement of Modern Economic Sectors in North-East India during the British Regime
Shipra Mondal ৮০২

Preventive conservation of the traditional fishing tools by the fishermen of sunderban in West Bengal
Ashis Majumdar ৮১৪

Scanned by TapScanner

মার্কসবাদী ‘প্রোপাগাণ্ডিস্ট’ উৎপল দত্ত

কমলেশ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উৎপল দত্ত একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন— ‘‘আমি মনে করি, আমি প্রকৃত স্তালিনবাদী।’’[১] তাঁর স্মৃতিচারণামূলক প্রবন্ধ ‘লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি’ সেখানে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—

> ‘‘বারম্বার রাজনৈতিক দলের পাশে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক নাটকই আমরা করে যাব। এবং ক্রমান্বয়ে রাজনীতি শিখব দম্ভ ও গরিমা ত্যাগ করে।’’ [২]

বাংলা নাটকে যারা সাহসিকতার সঙ্গে রাজনীতিকে মঞ্চে নিয়ে এসেছেন এবং জনপ্রিয় করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন উৎপল দত্ত। বাংলা নাটকে রাজনীতি নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে উৎপল দত্তের অবদান সবচেয়ে বেশি। অনেকে রাজনৈতিক নাটক এবং উৎপল দত্তকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। উৎপল দত্ত প্রথম নাট্যকার যিনি রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে সরাসরি নাটক লিখেছেন। পূর্বসূরিদের থেকে উৎপল দত্ত এখানেই একেবারে স্বতন্ত্র। উৎপল দত্ত একান্তভাবেই সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, উপনিবেশিকতাবাদ-এর বিরোধী এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নাট্যকার। এই সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর কলম গর্জে উঠছে সদা সর্বদা।

উৎপল দত্ত ছিলেন ‘পার্টিজান’। তার ‘Towards A Revolutionary Theatre’ গ্রন্থে লিখেছেন—

> “I am Partisan, not neutral, and I believe in political struggle the day I cease to participate in political struggle, I shall be dead as an artist too.” [৩]

উৎপল দত্ত আদ্যন্ত মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী একজন নাট্যকার ছিলেন। মার্কসীয় দর্শন সমস্ত জীবন ধরে তিনি লালন-পালন ও বহন করে গেছেন। তাঁর নাটকের প্রতিটি আঙ্গিকে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা, চিন্তাভাবনা ও তাঁর আদর্শের কথা পরিলক্ষিত। ছোটো থেকেই উৎপল দত্ত মার্কসীয় আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ ও রাজনৈতিক চেতনা অঙ্কুরিত হয়েছিল স্কুলে পড়ার সময় থেকেই—

> ‘‘ইস্কুলে থাকতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাল ফৌজের মহান প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমণের কাহিনী পড়ে চমকিত হতাম। স্তালিনের সহজ ও তীক্ষ্ণ ভাষায় লেখা প্যামফ্লেট ও বই তখন থেকে পড়েছি।

ইস্কুল শেষ হতে না হতে লেনিন, মার্কস, এঙ্গেলস— এমনকি হেগেল, ফয়েরবাখ, কান্টে প্রমোশন নিয়েছি।" [৪]

উৎপল দত্ত ছিলেন প্রোপাগান্ডিস্ট-মার্কসবাদের প্রোপাগান্ডিস্ট। তিনি সগর্বে সব সময় বলতেন—

"আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যে কোন আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে। তবে আমি মনে করি আমি প্রোপাগান্ডিস্ট। এটাই আমার মূল পরিচয়।" [৫]

নিজেকে 'প্রোপাগান্ডিস্ট' বলতে তাঁর কোনোরকম দ্বিধাবোধও ছিল না। তাঁর নাটক বিপ্লবের বিশ্বাসে ভরা এবং তাঁর মনটি ছিল সদা সর্বদা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে পূর্ণ। যখনই যেখানে শ্রমিক-কৃষক-মজদুর শ্রেণির স্বার্থ বিঘ্নিত তখনই তিনি তাঁর লেখনী ধারণ করেছেন, গর্জে উঠেছে তাঁর কলম। বামপন্থী আদর্শ সদা সর্বদা জাগ্রত ছিল তাঁর লেখনীতে।

শিল্প-সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন দুই রকমের প্রচারের কথা বলেছিলেন— 'প্রোপাগান্ডা' এবং 'এজিটেশন'। 'প্রোপাগান্ডা' হল আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের মনে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও ঘৃণা জাগ্রত করা। শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মনের মধ্যে এই প্রকার প্রচার করে যাওয়া হল 'প্রোপাগান্ডা'। শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে সমাজ সম্পর্কে ঘৃণা জাগ্রত করাই হল 'প্রোপাগান্ডা'র মূল উদ্দেশ্য। 'এজিটেশন' হল কোনো একটা তাৎক্ষণিক বিষয়ের উপর মানুষকে সচেতন করে রুষ্ট করে তোলা। বিভিন্ন পথনাটিকা এই 'এজিটেশন'-এর অংশ। 'প্রোপাগান্ডা'-তে জীবন ও মানুষের চরিত্রের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা থাকবে। মানুষকে ভাবিত করে তার চেতনার বিকাশ ঘটাবার প্রচেষ্টা থাকে। মানুষের মনের গভীরে কাজ করে যাওয়া এই প্রচারকেই বলে 'প্রোপাগান্ডা'। 'প্রোপাগান্ডা' মানুষকে ভাবিত করে মনের গভীর পৌঁছে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায়।

উৎপল দত্তের রাজনীতি ছিল মার্কসবাদী রাজনীতি, শ্রেণি সংগ্রামের রাজনীতি, সমাজ শোষণ ও রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতার সমবেত প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের রাজনীতি। সমস্ত জীবন তিনি মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণা বহন করে চলেছিলেন। স্কুল ও কলেজে যে সমস্ত বামপন্থী বইপত্র পড়েছিলেন সেগুলি তাঁকে বামপন্থী রাজনীতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে তুলেছিল। কলেজ ছাড়ার পর মার্কসবাদ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে পড়াশোনা শুরু করেন। গণনাট্যে যোগদান করে তিনি সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়েন সেইসময়কার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন

পরিস্থিতি নিয়ে বাক্‌বিতন্ডা, মতপার্থক্য ও বিভিন্ন বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণে। সে সময় তাঁর চোখের সামনে ঘটতে থাকে কমিউনিস্ট পার্টির উপরে নানা রকম অত্যাচার ও বে-আইনিকরণ। বন্দিদের উপর গুলি চালানো, কাকদ্বীপে নারী হত্যা; ডিব্রুগড়ে গণনাট্য সংঘের অনুষ্ঠানে গুলি বর্ষণ, বউবাজারে নারী মিছিলের উপরে বেপরোয়া গুলি বর্ষণ— এইসব ঘটনাবৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে তাঁর ব্যক্তিজীবনে ও তাঁর নাট্যশিল্পকর্মে। উৎপল দত্তের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়—

> "তখন একেবারে উত্তাল কলকাতার রাস্তা এবং আক্রান্ত হচ্ছে কমিউনিস্টরা। ... কংগ্রেসীরা আক্রমণ করছে কমিউনিস্টদের। এই প্রথম আমার চোখের সামনে কালীঘাটের পার্টি অফিস আক্রান্ত হয়। এবং সেখান থেকে কমরেডদের টেনে বার ক'রে ক'রে রাস্তায় ফেলে মারছে, এইসব আমি দেখি। কলেজ যাতায়াতের পথে।" [৬]

এইসব ঘটনাবৃত্তান্ত দেখে উৎপল দত্তের মনে অত্যাচারীদের প্রতি গভীর ঘৃণা ও অত্যাচারিতদের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা জাগ্রত হয়। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> "এইভাবে প্রথমে just একটা sympathy হয়।" [৭]

মার্কসবাদের প্রতি তাঁকে আরও আকৃষ্ট করে তোলে। বামপন্থীদের বিভিন্ন কর্মপন্থা, যথা— বিভিন্ন আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রভৃতি অনেক কাছ থেকে গভীরভাবে লক্ষ করেন; এবং মার্কসবাদকে তাঁর সত্তায় ধারণ করেন। তিনি মার্কসবাদীদের বিভিন্ন কর্মপন্থাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করেছেন এবং সেই বামপন্থী আদর্শকে তাঁর নাট্যসৃষ্টির মধ্যে অতি নিপুণ ও দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে আজীবন মার্কসবাদকে বহন করে গেছেন, প্রোপাগান্ডা করে গেছেন মার্কসবাদী আদর্শকে।

পথনাটকের রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে যুগস্রষ্টা ছিলেন উৎপল দত্ত। তিনি মার্কসবাদী হিসেবে প্রতিটি নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারে পথনাটককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ১৯৫০ সালে মহেশতলা উপনির্বাচনে কমরেড সুধীর ভাণ্ডারীর প্রচারে উৎপল দত্ত ও তাঁর সহযোগীরা দিনরাত পরিশ্রম করে পথনাটক অভিনয় করেন, যা নিহারেন্দু দত্ত মজুমদারের হারের অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল। মহেশতলা উপনির্বাচনের ফলাফল যখন কংগ্রেসের নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার বিপুল ভোটে পরাজিত হলেন তখন কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে উৎপল দত্তকে ও তাঁর সহযোগীকে বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছিল এবং নির্বাচনে জয়ের প্রধান কৃতিত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। উৎপল দত্তের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়—

> ‘‘সারাদিন এলাকা ঘুরে ঘুরে অভিনয়। ... পরদিন ভোর থেকে আবার টহল— হেঁটে, লরিতে, জগদ্দলের মতন এক বিস্ফোরক মোটরগাড়িতে। বাটা কারখানার গেটে, নুংগিতে, বজবজে, দশ-বারো মাইল দূরের গাঁয়ে, মহেশতলার প্রতি পথের মোড়ে।’’ [৮]

মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির মতবাদ। মার্কসবাদী রাজনীতি শ্রমিক শ্রেণির রাজনীতি। প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদকে বুঝতে গেলে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝতে হয়। ‘ব্রেখ্‌ট ও মার্কসবাদ’ প্রবন্ধে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> ‘‘দার্শনিকদের তথাকথিত নিরপেক্ষ ও শীতল মস্তিষ্ক বিশ্লেষণে জগতের আসল সত্য ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। শ্রমিকের একপেশে ও জঙ্গি উপলব্ধিতেই বরং জগৎকে বোঝা সম্ভব। এবং বুঝে তাকে পরিবর্তিত করাও সম্ভব। মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির মতবাদ। শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে নাট্যশালার সাযুজ্য ঘটাবার ব্রেখ্‌টীয় দাবি তাহলে শুধু একটা রণধ্বনি নয়, সেটা হচ্ছে জগৎ, মানুষ, সমাজ, উৎপাদন-সম্পর্ক সব বুঝবার একমাত্র পথ। সেটা হচ্ছে সত্যে পৌঁছুবার একমাত্র উপায়।’’ [৯]

উৎপল দত্ত শ্রমিক শ্রেণিকে তথা শ্রমিক আন্দোলনকে নাট্যাঙ্গনে নিয়ে এলেন। শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশা, তাদের প্রতি শোষণ অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে লিখলেন কালজয়ী নাটক ‘অঙ্গার’। স্কুলে ও কলেজে পড়ার সময় বামপন্থী সম্পর্কে, কমিউনিজম সম্পর্কে যে পুথিগত শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তা সরাসরি নাটকের মধ্যে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে ছিলেন, ‘শ্রমিক শ্রেণিকে নাটকে আনয়ন’-এর মধ্যে দিয়ে। এ বিষয়ে উৎপল দত্তের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল—

> ‘‘বাংলার পেশাদার নাট্যশালায় তখনো পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণি আসেনি, শ্রমিককে অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছিল পেশাদার থিয়েটারে, এমনকি গণনাট্য সংঘের নাটকগুলিও তখন আবর্তিত হচ্ছিল ‘কিছু চাষীর কান্না বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাপের মধ্যে’।’’ [১০]

বিহারের ধানবাদ অঞ্চলে বড়াধেমো কয়লা খনির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে ‘অঙ্গার’ নাটকটি লেখা হয়। সেখানকার কয়লা খাদানে আগুন লেগে যাওয়া ও জল ঢুকে যাওয়ার ফলে খনি শ্রমিকদের মর্মান্তিক অবস্থা নিয়ে নাটকটি লিখিত হয়। উৎপল দত্ত ও তার কয়েকজন সহকর্মীরা বড়াধেমোয় গিয়ে বাস্তব অবস্থা দেখলেন, যেসব শ্রমিকরা বেঁচে ফিরেছিল তাদের সাক্ষাৎকার নিলেন, শ্রমিকদের বাস্তব জীবন ও তাদের শোষিত অবস্থার নির্মম অভিজ্ঞতাগুলি উপলব্ধি করলেন। নাটকটির শেষ দৃশ্যে কয়লাখনি গহ্বরে জল ঢুকে যাওয়া, স্রোতের সঙ্গে ডুবন্ত শ্রমিকদের প্রাণ বাঁচানোর মর্মান্তিক লড়াই বাংলা থিয়েটারের কিংবদন্তি হয়ে আছে, অমর হয়ে আছে শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের বাঁচার লড়াই।

উৎপল দত্ত চেয়েছিলেন শ্রেণি-সংগ্রামকে নাটকে ব্যবহার করতে হবে। 'অঙ্গার' নাটকে শ্রমিক শ্রেণিকে মঞ্চে তুলে ধরলেন। এরপরে নাটক 'ফেরারী ফৌজ', যেখানে দেখা গেল বিপ্লবীদের কার্যকলাপ। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর নাট্যরূপ দিলেন, সেখানে দেখা গেল শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার লড়াই। এর থেকে স্পষ্ট হচ্ছিল উৎপল দত্তের শ্রেণি দৃষ্টি বা শ্রেণি সংগ্রাম একটি সুনির্দিষ্ট দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। এই শ্রেণি সংগ্রামের পথ ধরেই ১৯৬৫ সালে এল কালজয়ী নাটক 'কল্লোল'।

উৎপল দত্ত মার্কসবাদী শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অন্বিত করলেন। কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, তাই শ্রমিকের চেতনার জগৎ ও মানসিক জগৎকে জানতে ও বুঝতে গেলে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা অতি আবশ্যকীয়। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে মার্কসবাদী শিল্পীর চেতনা আবিলতায় আচ্ছন্ন তো হয় না বরং শ্রমিকদের চেতনার জগৎকে বোঝা সম্ভব হয়। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> "কোনো দলের নেতৃত্ব স্বীকার করলেই যে শিল্পী স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে তার স্বাধীন থাকারই কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। নির্দেশ কোনো পার্টিই দেয় না, দেয় রাজনৈতিক লাইন। সে লাইন সাংস্কৃতিক জগতে প্রয়োগ করার ভার নাট্যদলগুলির। সে-লাইন অনুসরণ না করলে শ্রেণি সংগ্রামে নাটককে শামিলই করা যাবে না।" [১১]

উৎপল দত্ত বিশ্বাস করতেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণির দ্বারা শোষিত মানুষের ওপরে নানা অত্যাচার ও দমন-পীড়ন, শ্রেণি হিংসা এক অনিবার্য সত্য। সারা বিশ্বে একই চিত্র। উৎপল দত্ত মনে করেন সব দেশের মতোই ভারতের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস, অনবরত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস, যুগে যুগে শাসকের অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষিতের প্রতিরোধের ইতিহাস। তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষের মানুষকে জানাতে হবে তাদের ইতিহাসকে, অত্যাচারিত-শোষিত-নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণির কাছে তুলে ধরতে হবে তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়কেই তিনি মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর শিল্পকর্মে তুলে ধরেছেন। তাঁর নাটকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিষয়গুলি একাধিকবার ফিরে এসেছে,— 'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল', 'টোটা', 'তিতুমীর' প্রভৃতি। যাত্রার সংখ্যাটা আরও বেশি— 'রাইফেল', 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'কুঠার', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'নীলরক্ত', 'দিল্লী চলো', 'স্বাধীনতার ফাঁকি', 'বৈশাখী মেঘ' প্রভৃতি। কেননা তিনি মনে করতেন—

> "সশস্ত্র বিদ্রোহের দীর্ঘ ঐতিহ্যটাকে রক্ষা করতে হবে। কারণ আগামী বিপ্লবটা তারই পরিণতি, ফলশ্রুতি, উত্তরাধিকারী।" [১২]

নাটকে ও যাত্রাপালায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস বারে বারে ফিরে আসা নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, "অতীত ইতিহাসের একটা Period নেওয়া এবং সেটাকে closely project করা"— এটা আপনাকে বারে বারে আকর্ষণ করে কেন? জবাবে উৎপল দত্ত বলেছিলেন—

> "মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ইতিহাসকে না দেখলে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে বর্তমানকেও দেখা যায় না। এটা আমরা বিশ্বাস করি, এবং নাটকের একটা অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে অতীতকে সঠিকভাবে মার্কসবাদী আলোকে তুলে ধরা। কেননা, আগের সমস্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানেরই ঐতিহ্য বহন করছে আজকের কমিউনিস্টরা। কমিউস্টিরা কোনও ভুঁইফোড় শক্তি নয়। তারা পৃথিবীতে যত বিপ্লব আগে হয়ে গেছে, সে সমস্ত ঐতিহ্যের তারা হচ্ছে উত্তরসূরী।" [১৩]

আন্তর্জাতিক নাটক ও পালাগুলিতে বিষয় হিসেবে চয়ন করেছেন বিভিন্ন দেশের শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। 'মে দিবস', 'রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া', 'লেনিন কোথায়', 'স্তালিন', 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'মানুষের অধিকারে', 'নীল সাদা লাল' প্রভৃতি নাটকগুলির মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত ভারতবর্ষের নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষের কাছে পৃথিবীর শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার জন্য সদা সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাঁর প্রধান উপজীব্য বিষয়। ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের যে সংগ্রাম, তা সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের অংশ। এই সত্য উৎপল দত্ত বারে বারে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন এদেশের শ্রমিকের কাছে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তারা বিচ্ছিন্ন নয়, তারা পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিক শ্রেণির শরিক। তাদের দুঃখ, যন্ত্রণা ও কষ্ট বিচ্ছিন্ন নয়। তাদের দুঃখ-কষ্টের ভাগীদার পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিক শ্রেণি। নাটক ও পালার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষ এই বিশ্বাস অর্জন করবে যে, বিশ্বজুড়ে রয়েছে তাদের সহযোদ্ধারা। কারণ উৎপল দত্ত শ্রমিক আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর ভাষায়—

> "আমরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করি।... আমি ১৯১৭ সালের ভাষায় কথা কইছি— যখন লেনিন ছিলেন। যখন পৃথিবীর কোথাও কোনো শ্রমিকের ওপর আক্রমণ হলে সেটা সোভিয়েত দেশ নিজের ওপর আক্রমণ ব'লে মনে করতো।" [১৪]

উৎপল দত্তের কাছে নাট্য জগৎটা ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের মতো, শ্রেণি সংগ্রামের রণক্ষেত্র। যেখানে তিনি বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী একজন যোদ্ধা, শ্রেণি সংগ্রামের যোদ্ধা। উৎপল দত্তের নাটকে বারে বারে তিনি শ্রেণি সত্য বা 'class truth' বিষয়টি তুলে ধরতে চেয়েছেন। মঞ্চের ওপরে সারা জীবনে নাট্যচর্চার মাধ্যমে যে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছেন তা হল— শ্রেণি সত্য।

তিনি 'শ্রেণি সত্য' ধারণাটিকে তাঁরা থিয়েটারের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সব শিল্পকর্মই সৃষ্টি হয়েছিল 'শ্রেণি সত্য'-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তিনি এক মুহূর্তের জন্য শ্রেণি সত্যের ঊর্ধ্বে কোনো বিমূর্ত সত্য, আধ্যাত্মিক সত্য বা শাশ্বত সত্য বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে—

> ''সত্য সর্বসময়ে শ্রেণি সত্য— ক্লাস ট্রুথ। হয় আপনি এ-শ্রেণীর সত্য বলবেন, না-হয় ও-শ্রেণীর সত্য। হয় আমরা কৃষকের পক্ষে কথা কইব, নইলে জোতদারের। হয় শ্রমিকের সত্য উচ্চারণ করবো, নইলে মালিকের। মাঝামাঝির দালালি তো সত্যর ক্ষেত্রে খাটে না। রাজনৈতিক নাটকের অবলম্বনই শ্রেণি সত্য।'' [১৫]

'রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ' প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে রাজনৈতিক নাটককে বাস্তবের তথ্য থেকে শ্রেণি সত্যে উপনীত করতে হয়।

> '' 'মালো পাড়ার মা' নাটকের 'অখ্যাত মালো পাড়াকে নিকারাগুয়া, এল সালভদরের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়'।'' [১৬]

উৎপল দত্তের নাটক ছিল শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বিপ্লবী নাটক। তাঁর মতে একমাত্র শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করলেই তবেই মার্কসবাদী শিল্পচিন্তার মর্মবস্তুকে হৃদয়াঙ্গম করা সম্ভব। তাঁর শিল্পকার্যে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মূল নীতিগুলি সফলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। মার্কসবাদ সম্পর্কে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি অবিচল দায়বদ্ধতা ছিল তাঁর শক্তির উৎস। নিজের রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক স্বাধীনচেতা ও স্বনির্ভর মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী। তিনি বলতেন—

> ''আমি প্রোগাগান্ডা করে বেড়াই আমার আদর্শকে, আমার কমিউনিজমকে। আমার নাটকের মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে আমি আমার আদর্শকে প্রচার করে যেতে চাই। এটাই আমার ধর্ম।'' [১৭]

—একথাগুলি সার্থক ও যুক্তিযুক্ত।

উৎস নির্দেশ :

১. উৎপল দত্ত, সাক্ষাৎকার, 'অনুষ্টুপ' পত্রিকা, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৩

২. উৎপল দত্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', 'এপিক থিয়েটার', মার্চ, ১৯৯৪, পৃ ৬৫

৩. Utpal Dutta, "Political Theatre", 'Towards A Revolutionary Theatre', M. C. Sarkar & Sons Pvt. Ltd., 1995, P. 34

৪. পূর্বোক্ত, ‘লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি’, পৃ ৪৭

৫. শোভা সেন, ‘ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি’, ‘উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন’, সম্পা : নৃপেন্দ্র সাহা, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ১৩৩

৬. উৎপল দত্ত, সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ‘শুদ্রক’, ‘শরৎ’ ১৪০০, পৃ ১২৫

৭. তদেব, পৃ ১২৫

৮. পূর্বোক্ত, ‘লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি’, পৃ ৫৩

৯. উৎপল দত্ত, ‘ব্রেখ্‌ট্‌ ও মার্কসবাদ’, ‘স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি থেকে ব্রেখ্‌ট্‌’, উৎপল দত্ত, গদ্য সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), সম্পা : সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ ২৮৫

১০. পূর্বোক্ত, ‘লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি’, ‘এপিক থিয়েটার, মার্চ ১৯৯৪, পৃ ৫৪

১১. উৎপল দত্ত, ‘রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ’, ‘জপেন দা জপেন যা’, উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৩১

১২. উৎপল দত্ত, ‘শিকড়’, ‘জপেন দা জপেন যা’, উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পৃ ১৮৩

১৩. উৎপল দত্ত, সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ‘শূদ্রক’, শরৎ, ১৪০০, পৃ ১৪৫

১৪. উৎপল দত্ত, সাক্ষাৎকার, ‘দেশ’, ৩০ মার্চ, ১৯৯১, পৃ ৪৪

১৫. পূর্বোক্ত, উৎপল দত্ত, ‘রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ’, পৃ ২২৯

১৬. তদেব, পৃ ২৩১

১৭. পূর্বোক্ত, ‘ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি’, পৃ ১৩৩

কমলেশ মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

whatsApp No. 8646854976